প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, নভেম্বর ১৯৬০

প্রচ্ছদ : কামরুল হাসান

প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯।১বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
মুদ্রক : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, নিউ মানস প্রিন্টিং
১বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট কলিকাতা-৬

সূচিপত্র

কবির অন্যান্য কবিতার বই

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য
ধর্মে আছো, জিরাফেও আছো
সোনার মাছি খুন করেছি
অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে
হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান
চতুর্দশপদী কবিতাবলী
উড়ন্ত সিংহাসন
শ্রেষ্ঠ কবিতা

যোগব্রত চক্রবর্ত্তী কল্যাণীয়েষু

আজ আমি

আজ আমার সারাদিনই সূর্যাস্ত, লাল টিলা— তার ওপর গড়িয়ে পড়ছে
আলথাল্লা-পরা স্মৃতির মেঘ
গড়িয়ে পড়ছে উস্কোখুস্কো ভেড়ার পাল, পিছনে পাচন
জলও বা হঠাৎ-ফাটা পাহাড়তলির
কিংবা বৃষ্টি-শেষের রাতে যেমন আসে কবিতার আলুথালু স্বপ্ন, সোনালি চুল

আজ আমি কিছুতেই আর দেহ ফেলে উঠে আসতে পারলুম না
পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি, নোনা হাওয়া—
সবারই কেমন একটা দেহ-দেহ ভাব আছে, আঁশটে গন্ধ আছে, যা মায়া—
ফুল দেখলে মায়া জাগে না, কাদা দেখলে বুক আমার ফুটন্ত কেতলির মতন
বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে।
গতকাল পর্যন্ত দিনগুলোর কোনো স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ ছিলো না
আয়নার আপন ছায়ার মতন সে ছিলো নাছোড়বান্দা আর ধুরন্ধর
এমন করে ভোগের পাড় থেকে ঠেলতে-ঠেলতে আমায় নিয়ে চলেছিলো
যেখানে ক্রমাগত ঝাঁপ হচ্ছে
নিচে জলন্ত কাতানের মতন ঢেউ, মাছচিংড়ি আর সারবন্দী
পালিয়ে যাবার পথ—
ভাগ্যিস্, আমি ঘুষি মেরে আয়নাটা ভেঙে ফেলেছিলুম!

বহুকাল বাদে আজ আমার লাগছে ভালো— সারাটা দিনই সূর্যাস্ত,
লাল টিলা—
তার ওপর গড়িয়ে পড়ছে আলথাল্লা-পরা স্মৃতির মেঘ।
আমি আমার চশমাটা পুলিশের চোখে-কানে রেখে বলেছি—
পথটুকু পরিষ্কার রাখো হে
কাজে-কর্মে ভুলচুক আমার আবার তেমন পছন্দ হয় না

আজ আমি কিছুতেই আর ওদের ফেলে উঠে আসতে পারলুম না
পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি, নোনা হাওয়া—
সবারই কেমন একটা দেহ-দেহ ভাব আছে, আঁশটে গন্ধ আছে, যা মায়া—

একবার তুমি

একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো—
দেখবে, নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে
পাথর পাথর পাথর আর নদী-সমুদ্রের জল
নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো।

বুকের ভিতরে কিছু পাথর থাকা ভালো— ধ্বনি দিলে প্রতিধ্বনি
পাওয়া যায়
সমস্ত পায়ে-হাঁটা পথই যখন পিচ্ছিল, তখন ঐ পাথরের পাল
একের পর এক বিছিয়ে
যেন কবিতার নগ্ন ব্যবহার, যেন ঢেউ, যেন কুমোরটুলির
সলমা-চুমকি-জরি-মাখা প্রতিমা
বহু দূর হেমন্তের পাঁশুটে নক্ষত্রের দরোজা পর্যন্ত দেখে আসতে পারি।

বুকের ভিতরে কিছু পাথর থাকা ভালো
চিঠি-পত্রের বাক্স বলতে তো কিছুই নেই— পাথরের ফাঁক-ফোকরে
রেখে এলেই কাজ হাসিল—
অনেক সময় তো ঘর গড়তেও মন চায়।

মাছের বুকের পাথর ক্রমেই আমাদের বুকে এসে জায়গা করে নিচ্ছে
আমাদের সবই দরকার। আমরা ঘরবাড়ি গড়বো— সভ্যতার একটা
স্থায়ী স্তম্ভ তুলে ধরবো
রুপোলি মাছ, পাথর ঝরাতে-ঝরাতে চলে গেলে
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো॥

অবসর নেই— তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না

তোমাকে একটা গাছের কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবো
সারাজীবন তুমি তার পাতা গুনতে ব্যস্ত থাকবে
সংসারের কাজ তোমার কম— 'অবসর আছে' বলেছিলে একদিন
'অবসর আছে— তাই আসি।'

একবার ঐ গাছে একটা পাখি এসে বসেছিলো
আকাশ মাতিয়ে, বাতাসে ডুবসাঁতার দিয়ে সামান্য নীল পাখি তার
ডানার মন্তব্য আর কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিলো
'হ্যাঁ, আমি তার লেখাও পেয়েছি।'

কচিৎ কখনো ঐ পথে পথিক যায়
আমায় এসে বলে—'বেশ নির্ঝঞ্ঝাট আছো তুমি যাহোক।'
আমার হিসাবনিকাশ, টানাপোড়েন, আমার সারাদিন
'অবসর নেই— তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না।'

সন্ধে হয়, ইস্টিশানের কোমরের আকন্দ ফুলগুলো ফুটে ওঠে
আমার কষ্ট হয় কেমন
আকন্দ-র নাকছাবি তোমায় মানাতো বেশ
'পাতার একটা থোক্ হিসেব পাঠাতে তৎপর হয়ো—
তাছাড়া কম দিন তো হলো না তুমি গেছো!'

দুপুররাতের কথা তোমাদের কিছু কানে গেছে
জ্যোৎস্নায় গাছের ভিতরে পা ছড়িয়ে বসো তুমি
'গতমাসে একটা রান্নাঘর তৈরি হবার কথা জানিয়েছিলে—
হোটেলের ভাত-ডাল তাহলে আর তেমন পুষ্টিকর নয়?'

জীবনে হেমন্তেই তুমি ছুটি পাবে—
'পুরীতেও যেতে পারো— ফিরতি-পথে
ভুবনেশ্বরটাও দেখে এসো,
আবার কবে যাও না যাও ঠিক নেই—'

আমার হিসাবনিকাশ, টানাপোড়েন, আমার সারাদিন
'অবসর নেই— তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না!'

আমরা সকলেই

সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের হারানো দিনের গল্প বলে গেলো
সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের উঠতে বললো না
কেবল বললো, বসে-বসে শোনো তোমরা
তোমাদের সেই দিনগুলি যা তোমরা পিছনে ফেলে রেখে এসেছিলে
তা কেউ কুড়িয়ে নেয়নি আর
তুমি টাকা হারিয়ে এসো পিছন থেকে কুড়িয়ে নেয় অনেকে
পথ হারিয়ে এসো তুমি সে-পথেই সারিবদ্ধ পথিক চলেছে
মৃতদেহ ফেলে রেখে এসো তুমি, শকুন-শৃগালে ভোগ করেছে মাংস
দরজা খুলে রেখে এসো তুমি— ত্রস্ত মেয়েমানুষ নিয়েছে পিতলের বাসন
বাড়ি ফেলে রেখে এসো তুমি— সমস্ত নৈরেকার, সকলি নৈরেকার !

তুমি ছেঁড়া জামা দিয়েছো ফেলে
ভাঙা লণ্ঠন, পুরোনো কাগজ, চিঠিপত্র, গাছের পাতা—
সবই কুড়িয়ে নেবার জন্যে আছে কেউ।
তোমাদের সেই হারানো দিনগুলি কুড়িয়ে পাবে না তোমরা আর।
তোমরা যতো যাবে ততোই যাবে মৃত্যুর দিকে
বোঝাবে সকলে— ঐ তো জীবন, ঐ তো পূর্ণতা, ঐ তো সর্বাঙ্গীণ সর্বাবয়ব
ঐ তো যাকে বলে সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, ধ্যান, পরমার্থ, বিষাদ—

সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের হারানো দিনের গল্প বলে গেলো
তারা কোথা থেকে পেয়েছে বলে গেলো না
স্বীকার করলো না তারা পথ থেকে চুরি করেছে কিনা আমাদের
সেই হারানো স্বপ্নগুলি, স্মৃতিগুলি
তারা আমাদের বলে গেলো হারানো দিনের সেই অনুপম স্বপ্নগুলি স্মৃতিগুলি
আমরা অনুভব করলাম আবার— সেই সব হারানো গল্প
যা আমরা এতাবৎকাল হারিয়ে এসেছি
হারিয়ে এসেছি বনে-প্রান্তরে পুরানো খাতায় শ্লেটে রাসতলায়
নদীসমুদ্রে বেলাভূমিতে পথে ডালে-ডালে টকি-হাউসে

হারিয়ে এসেছি ইষ্টিশানে খেয়াঘাটে কলকাতায় গ্রামে-গ্রামে
কারুর চুলে কারুর মুখে কারুর চোখে কারুর অঙ্গীকারে—
হারিয়ে এসেছি হারিয়ে এসেছি হারিয়ে এসেছি— ফিরে পাবো না
জেনে কখনো আর
কখনো ফিরে পাবো না সেই সব দিন যা ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্র-হেমন্তে ভরা
সেইসব বাল্যকালের নগ্নতার কান্নার পয়সা-পাবার-দিন
ফিরে পাবো না আর
ফিরে পাবো না আর কাগজের নৌকা ভাসাবার দিন উঠানের
ক্ষণিক সমুদ্রের কলরোলে
ফিরে পাবো না আর ফিরে পাবো না আর ফিরে পাবো না আর
সেইসব জ্যোৎস্নার ঝরাপাতার কথকতার দিন ফিরে পাবো না আর।

সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের সেইসব হারানো দিনগুলির
কথা বলে গেলো
সকালবেলা তাই আমাদের কোনও কাজ হয় নি করা
আমরা অনন্তকাল এমনি চুপচাপ হারানো দিনের গল্প শুনছিলাম
পুলিশের মতো
আমরা আমাদের কর্তব্য স্থির করছিলাম পুলিশের মতো
আমরা ভাবছিলাম সেইসব হারানো দিনগুলি ফিরে পাবার জন্য
লাকি-মিতাকে পাঠিয়ে দেখবো একবার
আমরা বসে-বসে এলোমেলো উত্তাল সম্ভাবনার স্বপ্নে এমনি করে
ব্যস্ত রাখছিলাম আমাদের
আমরা এমনি করে সময়ের একের পর এক চড়াই-উৎরাই হচ্ছিলাম পার
এমন সময় তারা বললো—'গাড়ি এসে গেছে, উঠে পড়ো উঠে পড়ো—

এখানে থাকলে বাঘে খাবে তোমাদের'

আমরা তখনই লাফিযে লাফিয়ে, অনেকে হামাগুড়ি দিয়ে, হেঁটে
ভবিষ্যৎ-গাড়ির দিকে চলে গেলাম
আমরা সকলেই এখানে বাঘের জিহ্বা এড়িয়ে গিয়ে, ওখানের বাঘের
জিহ্বার দিকে চলে গেলাম॥

অন্ধকার করিডোরের এককোণে

এক সময়, কোন্ সময় ঠিক মনে নেই— ভারি জবরদস্ত অসুখ করে আমার
যেমার অসুখ—, তাই দরজা-জানলা ফাঁক-ফোকর বন্ধ
চতুর্দিকে চেয়ে-ফেরা বারণ, বিশেষ করে, দক্ষিণদিকে

দূরের দক্ষিণ জানলা থেকে হু-হু স্বরে ঝর্নার জল নামতে দেখতুম আমি
জেগে-ঘুমিয়ে দু-দফায় আমি এইসব দেখতুম

একদিন সেই জবরদস্ত রোগ ধরা পড়লো— পেটেণ্ট্ ওষুধ
—চতুর্দিকে চেয়ে-ফেরা বারণ, বিশেষ করে দক্ষিণদিকে

অন্ধকার করিডোরের এককোণে আমি শুয়ে থাকতুম
অনন্ত উল্টোদিকের পৈঠের উপর বসে সুর করে রামায়ণ পড়তো
গাল-গলা শুকনো, অল্প হাওয়াতেই দুপুরের দিকটায় উড়তো বালি
বুকের ভিতর—

চেঁচাতুম—'অনন্ত, ও অনন্ত আমায় একটু জল দে'
ফাউরি দিতো সে, বলতো, উঁহু, জল খেয়ো না, জলের নাম জীবন—
ছিঃ, তুমি যেন ডিক্সনারিটাও পড়ো নি!

তুচ্ছ, তুচ্ছ এইসব

তুচ্ছ এইসব— এই জানলা কপাট গোরস্থান
তুচ্ছ, তুচ্ছ এইসব, ভালোবাসা, ভালো-মন্দে বাসা
তুচ্ছ, তুচ্ছ, এইসব জানলা কপাট গোরস্থান···

তারপর, কে আছো মন্দিরে ?
মন্দিরের ভিতে কি ফড়িং ?
ভালোবাসা মানে এক হিম
অন্ধকার খুঁজে নিয়ে পুঁতে ফেলা অশ্লীল ডালিম

তারপর, কে আছো মন্দিরে ?
আমি যাই ভিত্তি খুঁড়ে খুঁড়ে
আমি যাই ভিত্তি খুঁড়ে খুঁড়ে···

মুঠোভরা রঙ-বেরঙ টিকিট

অনেকদিন কোনো সেতুর উপর দিয়ে পার হইনি নদী-সমুদ্র,
পাহাড় কিংবা লোকালয়
প্রত্যেক জিনিসের ভিতর দিয়ে ছুঁচের মতন, প্রত্যেক সামগ্রীর ভিতর দিয়ে
সামগ্রীর ধ্বংসের মতন
ফলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সরাসরি কুট পোকার মতন, কাঠের
ভিতর ঘুনের মতন ভেসে বেড়িয়েছি—
একে এখানকার সবাই বেড়ানোই বলে—
পার্কে, ময়দানের ঘাসে হাতে-ঠাসা এ্যালশেসিয়ান আর
দু-গণ্ডা পুড়্‌ল
নাক কামড়ে ধরেছে কালো ডেঁয়ো-পিঁপড়ে—
পড়ন্ত রোদ্দুর নরম করে ভেসে বেড়িয়েছি
—একে এখানকার সবাই বেড়ানোই বলে।

অনেকদিন কোনো সেতুর উপর দিয়ে পার হইনি নদী-সমুদ্র, পাহাড়
কিংবা লোকালয়
অর্থাৎ এককথায়, এড়িয়ে যাইনি কিছুই
হাতে লাঠি জানালার প্রত্যেকটা গরাদ বাজিয়ে গেছি— দিয়েছি টংকার
ইষ্টিশান-ঘেরা তারের বেড়া এখনো তাই কাঁপছে
ছেলেবেলাতেই হাটে গিয়ে রোদ্দুর কেনাবেচা করেছি, অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট—
সুতরাং, এক লহমা দেখেই ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারি, দর বেঁধে দিতে পারি
দুপক্ষের ভালোই মার্জিন থাকবে তাতে।
যেতে যেতে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি— ভয় কী?
মুঠোভরা রঙবেরঙ টিকিট— ঘাঁটলে কি একটাও সাচ্চা বেরুবে না!

যে-রঙেই মন বসুক, সই-এর কাগজ তৈরি,
একটা তৎক্ষণাৎ রেডিসেডিভাব
সুতরাং, যেতে-যেতে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি।

কথাটা ফস্‌ করে বললে, দেশলাইকাঠির মুখও পুড়লো—একটু
ভেবে দেখবে নাকি ? সেগেন-থট্‌, অ্যাঁ
—ভেবেই বলেছি, যেতে যেতে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি
সুতরাং, ভেবেই বলেছি, বলার আগে বহুবার ভেবেছি, তাছাড়া

ইয়ার-এণ্ডিং-এর কাজকর্ম এখনো তেমন শুরু হয় নি তো—
অবসর আছে, তাছাড়া ইতস্তত সট্‌কে পড়ার কথাই ভেবেছি শুধু
কল্পনার কাঁটামাছ এসে দাঁড়িয়েছে কোর্মায়
যাওয়া তো আর হয় নি ! সুতরাং, যেতে যেতে আর
পিছনে ফিরে তাকাতে হয় নি— ভয় কী ?
মুঠোভরা রঙবেরঙ টিকিট— ঘাঁটলে কি আর একটাও সাচ্চা বেরুবে না ?

দেখি, কে হারে

পথের দু-পাশে দুটো সরু একরোখা গাছ
যেন যুদ্ধ বাধলেই বুদ্ধি দিতে বসবে
নিজেরা তো নষ্ট নড়নচড়ন ঠকাস্
তাই, পরের কানে ফুস-মন্তর ঢালতে ওস্তাদ বাহাদুর
এমনকি, ঐ সূচ্যগ্র মেদিনীর কথাটাও বলতে ভুলবে না
থাক্, ওদের কথাটা থাক্—
নিজের ব্যাপারটাই ধুয়ে-মুছে বলি

তোমাদের মধ্যে কেউ সাত-গেঁয়ে আছো নাকি ?
তাহলে, কানে এট্টু তুলো দে বসো বাপু
আমাদের খেতির মুলো— কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান
তার নাম দিয়েছিলুম ভালোবেসে—
পাড়াতে ছিলো এক অলপ্পেয়ে ক্ষয়কেশে
কী তার নাম ? নাঃ, মনেও পড়ে না
তাহলে, তার কথাটাও থাক্
নিজের ব্যাপারটাই একটু খুলে-মেলে বলি

চকদীঘির ঐ যে মুচ্ছুদ্দি খলিল
সে আমায় জানতো
আর সেই যে নেয়েপাড়ার কান্ত, সেও
তবে, দুজনায় গেছে মরে
আগুপিছু— একে খেলে আগুনে, তো, সে দুশমনকে গোরে
এখন আমিই শালা বাঁচছি
দুটো গাছের একটাকেও চাচ্ছি
আমায় ডালে তুলে নাও বাপধন
তারপর, সেখেন থেকে সটান যুদ্ধে পাঠাও
দেখি, কে হারে ?
আমি ? না, ঐ ব্যাটা কেলে কুষ্মাণ্ড !

পোকায় কাটা কাগজপত্র

পোকায় কাটা কাগজপত্র দেখলে শব্দ মনে পড়ে— ফ্যান্‌জোলেঙ্গা
অর্থবিহীন, কিংবা অর্থে জবরদস্ত
উলঙ্গ কিশোরী তোমার মাই দুটো সন্ন্যাসেই মস্ত—
হেন্ করেঙ্গা, তেন্ করেঙ্গা।

'ফ্যান্‌জোলেঙ্গা' শব্দ যেন হাঁ-করা রমনীর মুখেই
চিক্-ঢাকা বারুদের মতন— জোছ্‌ছনায় বাঘ পেতেছে ওৎ
হার্তাচিঠি, যা হঠাৎ, তাকে হাফ্-গেরস্ত সুখ-অসুখে
কিংবা তোমার বাহে-বমির কীর্তিনাশা একটানা কোঁৎ

কোথায় যে শব্দ-গঙ্গোত্রী ? দিগবিদিকে চলছি খুঁজে
উইঢিবি, ক্যাকটাশের মধ্যে হ্যামেলিনের বাঁশির ইঁদুর
ফাঁদ্‌রাফাঁই চাঁদোয়ার মধ্যে দূরদেশি গুম্ফা-গম্বুজে
টেরা চাঁদের মতন কিংবা ফ্যানজোলেঙ্গা— টাকের সিঁদুর ?

হয়তো আমার লক্ষ জীবন লাগবে নিছক গবেষণার
গায়ে পলেস্তারা পরাতে— আরেক কথা, হোহেনজোলার্ণ
পড়লে মনে, ভাবতে বসি, কবিতা কি সত্যি হবার
বিষয় ? নাকি মুদ্দ-ফরাস ঘুরতে গেছে মার্টিন ও বার্ণ—

এই মিলেতেই পণ্ড মাটি, অলোকরঞ্জন হলে বাঁচাতেন
কিংবা সুনীল এ্যাংলো-সাক্সন হার ছিঁড়ে একটুকরো মুক্তোয়
আমার পিতাঠাকুর শুনেছি এঁটো হাত নিটু মদ্যে আঁচাতেন
ভোজ্য দ্রব্য বলতে আমার বিউলিডাল, একবাটি সুক্তো॥

পরশুরাম

অন্ধকার আর একটু জমুক, ঘুমুক পাশাপাশি ঐ পাড়াগুলো
আমরা পা টিপে-টিপে বের হবো তখনই
মুখের ওপর এঁটে নেবো মুখোশ
হাতে নেবো টাঙ্গি, যাতে রক্তের দাগ লেগে আছে।
আমার নিজেরই রক্ত
প্রথম দিনে ওকে আমার নিজের রক্ত খাইয়েছি
দিয়েছি রক্তের স্বাদ, করে তুলেছি হিংস্র সিংহ যেন

ওস্তাদ ওঁরাও ঠিক যেমন-যেমন বলেছিল
আমি ওকে তেমনি ধীরে-ধীরে করে তুলেছি জাগ্রত
বিষাক্ত, পোষমানা অথচ নির্ঘাত!
ওকে শীতে তেল মাখিয়ে স্নান করাচ্ছি রোজ
গা মুছে দিচ্ছি গামছায়
সিঁথিতে দিচ্ছি সিঁদুর পরিয়ে
শোয়াচ্ছি বুকের পাশে, যেন সহধর্মিণী···

তারপর পা টিপে-টিপে নেমে পড়ছি রাস্তায়
জমজমাট অন্ধকারে, অলি-গলি, ঘরবার সর্বত্র
একজনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি যে-ক্ষত্রিয় হয়েও
আমাকে তার ঘোর শত্রু করে তুলেছে।

পিছনে চলেছে, থাকে দূর

পিছনে চলেছে সে-ও, ভদ্রতাসম্মত দূর থেকে
আমাকে রেখেছে চোখে ; ভিড়ে ঢুকে দিতে চাই ধোঁকা
সহজে হজম করে যেন অন্যমনস্ক ও বোকা
কিছুটা সে, যথাসাধ্য ; আর করে নিজেকে আলাদা।

পিছনে চলেছে সে-ও. আমি চুপ্‌কি দিই. সরে পড়ি
ভাঙা দেয়ালের পাশে শ্যাওলা মেখে যখন স্থগিত
অকস্মাৎ চেয়ে দেখি দেয়ালের অর্ধখান ধরি
সে আছে দাঁড়িয়ে. তার উপস্থিতি সম্ভ্রমজড়িত।

ভাবলেশহীন দৃষ্টি মেলে রাখে আমার উপরে
অথচ, প্রকৃতপক্ষে, দেখা তার হয়তো ঊর্ধ্বের
পাখি কোনো, আকাশে মেঘের গতি কিংবা বুনিয়াদি
ইস্কুলের টালিখোলা ; যখন বৃষ্টির জল পড়ে
আমারই ছাতার নিচে সে আসে অক্লেশে, শামুকের
মতন নিমগ্নপ্রাণ ; কাছে পাই, তবু থাকে দূর।

চাইবাসা ১৯৬২

হৃদয়ে সকালবেলা অহরহ আলোড়ন হয়, ফেনা হয়,
দমবন্ধ স্বপ্নগুলি পক্ষপাত করে
আবার জাগিয়া উঠি বলে, তুমি হৃদয় জাগিলে ?
তোমারও হৃদয় ! নাকি মেয়েমানুষের বুক ভরে হৃদয়ে বদলা নেয়
শেফালির শালিখের দল
তেমন রঙের পাখি শালিখের ভিতরে আবার কোনোদিন লেখাজোখা নাই
সকালের বিকালের দুপুরের আলাদা হৃদয়
আলাদা শালিখ তার মনোমতভাবে নিয়ে ভাসে ও বেড়ায় পথে, ঘরে
একাকী বসিয়া তার বিরহনগরে বসতির
হিসাব নিকাশ করে— হায় খাতা, হায় ব্যবধান !

তোমার আমার মাঝে আজি পক্ষকাল ব্যবধান রটে গেছে প্রকৃত নগরে
অন্তরঙ্গ মুখেচোখে অনুক্ত বোধের মাখামাখি তেল ও ময়দায় বলে,
তুমি আর নও আমার, তুমি আর নও আমার—
হৃদয়ে হৃদয়ে সেই লুকোচুরি যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে।
সূত্রপাত হয়েছিল যেভাবে নগর জয় হয়

সূত্রপাত হয়েছিল যেভাবে সমুদ্রে তোলপাড়
সূত্রপাত হয়েছিল যেভাবে সহসা হাত পোড়ে
সূত্রপাত হয়েছিল যেভাবে স্বপ্নের আক্রমণ
সূত্রপাত হয়েছিল যেভাবে বিক্রয় হয়ে যায়
মাতালের অলংকার, শয্যা, শীতবস্ত্রাদি বাজারে—
তেমনই এসেছো কাছে, ক্রেতাবিক্রেতার মাঝে, গোল হ্যারিকেন
আলাদা করেনি আর— উঠানের গাভী হতে উঠানে সন্তান ঝরে পড়ে।

অনেক অনেক দিন দূর হতে আক্রমণ করো চোয়ালে, কপালে, গালে
ঠোঁটের উপরে বন্দরে বোমারু বিমান তুমি
অবিরাম অতি অবিরাম।

সেইদিন তৎক্ষণাৎ সব লুকোচুরি শেষ হয়ে গেলে
যাতায়াত হয়ে গেলে
চোরাগোপ্তা পথ নয়
অতীব স্বাধীনভাবে দুই দিকে দুইটি হৃদয় চলে গেছে…
কোনোদিন দেখা নয় অভ্যর্থনা নয়
নগরবিজয় নয়
গীতবিতানের গান নয় আর শ্রাবণে-অঘ্রানে—
কবন্ধ কবিতা পাঠ, ভালোবাসা, গালিবের কথাগুলি আর নয় বলা
অতীব স্বাধীনভাবে দুইটি হৃদয় যাবার পথের দিকে
পুনরায় বজ্রে-ঝরে-যাওয়া দুই নারিকেল গাছ
হৃদয়ের নারিকেল ছাড়া দেখা যায়।

ওরা কি পুরানো মন পরস্পর নিবেদন করে
ওরা কি চালানি হয় মূল্যবান চোরাই মালের
ওরা কি চীনের প্রতি ভারতের আক্রমণধারা
ওরা কি কখনো আর সাবলীল পাতা জড়াবে না
গায়ের ভিতরে আর মাটির রসের অনুভূতি
ওদের দেবে না সাড়া বলে আর, তবে
হৃদয়ের আলোড়ন, ফেনা, দমবন্ধ স্বপ্নে নূতন কবিতা পাণ্ডুলিপি
বালকেরই লালামাখা মুখের মতন সুগভীর!

আমার খোঁজ

কথার ভিতরে কথা, বাইরে আটচালা
শুধু চোরাকুঠুরি থাকে বন্ধ করে তালা
একভোগ্যা স্মৃতি যার বর্ণ ছিলো নীল···
রীতিমুক্ত, লক্ষনীয়, ওড়ে শঙ্খচিল
উদ্ধত গৌরব তার সৃজনপ্রয়াসী
সংকেতমধুর স্বর নম্র হয়ে আসি
আমায় করেছে জব্দ, তবু মন্ত্রে নানা
দেবস্পর্শ করে ভাবি— না দিলে ঠিকানা
কীভাবে আমাকে ওরা শান্ত, খুঁজে পাবে ?

ভিতরে জড়িত থাকেন সন্ন্যাসী

দুচোখ জুড়ে এই তো আমার হাঁ-করা দুই ফুটো
তার কিছুতে হয় না শাসন, না মিললে একমুঠো
উঁচুমতন আকাশ, তাতে মেঘ যেন চৌদোলা
ভিতরে জড়িত থাকেন সন্ন্যাসী কম্বলে

তার বাসনা পুষ্করিণীর পাড় থেকে মাছরাঙায়
হাঁক দিয়ে ডাক, লক্ষ যেন সুর থাকে আধভাঙা
কীর্তনাঙ্গ কিংবা হরিৎ মাঠ-ভাঙা নিবিড়ের
আপন গোপন রাজধানীটির কাজ-মেশানো ভিড়ে···

বস্তুত, জড়িত থাকেন কম্বলে সন্ন্যাসী !

এই শাদা পাতা থেকে একদিন

এই শাদা পাতা থেকে একদিন জন্মেছে সংকেত
একটি গাছ কিংবা এক ভূমধ্যসাগর অগোছালো
নিশ্চিত বসন্ত যেন তাড়া-খাওয়া রক্তচক্ষু প্রেত
এই শাদা পাতা থেকে একদিন জন্মেছে সংকেত···
শুদ্ধ আলো।

এখন বসতি-হীন পাড়া-গাঁর নৈরাজ্যের মতো
ক্লিষ্ট, বেতারমুগ্ধ, স্নায়বিক সন্ন্যাসে মন্থর
আমার বিছানো জাল, শাদা পাতা···তরঙ্গে অন্তত
ছিলো ভালো

বাঁধন, যে ভালোবাসা কিংবা দীর্ঘজীবনী, হরতুকি
ছিলো তো ছড়িয়ে পড়ে অশ্রুভেজা শব্দের মতন
চিঠির, উই-খাওয়া ডাল কিংবা অর্ধ জাপানি কাবুকি
অর্ধ কালো!

ছিলাম গরঠিকানা

যখন তখন ইচ্ছে করে তোমার বুকে লুট করে খাই চর্বচোষ্য
দুগ্ধ মধু একনিমেষে এবং তোমার গাত্রদাহ, গোপন শস্য…
ঠোঁট দুটি শীতকাতর, ফলে, সজনে গাছের নীলচে আঠায়
ঘুড়ি তোমার জুড়ছি বটে, হাত বলে : সুখ মাংস ঘাঁটায়।

আমায় দিলে পারিশ্রমিক ? কৌটোভর্তি প্রেমের ভ্রমর
সুর করে গায় দেহতত্ত্ব…সঙ্গী বটে তপ্ত গোমর
উষ্টিভুষ্টি হয় না, মিছেই ; এক উদাসীন যন্ত্রণাতে
পাথর পাথর পাথর আমায় বশ করেছে শুকনো পাতা…

এভাবে নয়। কিন্তু, সটান কোন্ সড়কে নেই আনাড়ি
একভিখারি বিষণ্ণতা ? তাইতো বলি, খুঁজছি বাড়ি
যাচ্ছি, যাবো…দর মাঝারি, কিন্তু ভীষণ কাণ্ডখানা
দেহের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে বলছে : ছিলাম গরঠিকানা !

নষ্ট মানুষ

কাঠের হলুদ ছাল, তবু যেন রেণুতে আপ্লুত
শীতে ম্লান ওষ্ঠ তোর, পরবাসী-শাসনে মধুর
আধশোয়া জানালায়, এ-আলেখ্য করে উপক্রুত
নিঃসঙ্গ প্রকোষ্ঠ মোর, যদিও সন্নিধি হতে দূর
আব ছিলো পদতল, স্মৃতি তারই কবোষ্ণ স্থপতি
আরোগ্যের আশাহীন এ কি রোগ ধরেছে কাতরে ?
হৃদয়ে মেধায় ঝড়, কিন্তু সে নিশ্চিন্ত অধোগতি
স্বর্গের উজ্জ্বল শান্তি ঝাঁপ দিলো অজস্র পাথরে।

কে দোষী ? বিচার করো, অকারণ জড়তামুখীনা
যে তুমি চঞ্চল ছিলে অনাহত পতঙ্গের মতো
অলোকরহস্যে চুর, তার কাছে নিষ্প্রভ নবীনা
সহসা কীভাবে হলে এতখানি ব্যথায় সন্নত ?
বরং আমারই দোষ···এই বৃষ্টি, মুখাপেক্ষী হাওয়া
আমাকে করেছে নষ্ট, মানুষের করতলগত ॥

অনাময়ের স্মৃতি

দরজা বন্ধ থাকলে তোমাকে ডাকতে পারতুম, বলতুম ·
ভিতরে নেইই যদি— তবে সাড়া দিচ্ছো না কেন ?
তোমাকে মনে পড়লেই আমার এই ওলোট-পালোট পংক্তিদুটো কাছে আসে
ভয় হয়, তুমি আবার না আসো— এখন তোমাকে দেখলে আমি
ভয় পেতে পারি
অন্ধকারে, আমাদের উঠোনের শিউলিগাছের উঁচু-নিচু দু-পথেই দুটো
এরোপ্লেন যেতে দেখেছি আমি
ভয় পেয়েছি, আমার মুখের উপর দিয়ে পদ্ম-র পাতাগুলো উড়ে যাচ্ছে
হাওয়া নেই, ভাদ্রের শেষে হাওয়া থাকার কথা নয়, হাওয়া নেই—
তবু, তোমাকে মনে পড়া মাত্র সেই হাকুচ্-তেতো পাতাগুলো, সেই
পাতাগুলো
সব কিছু তুমি চিনতে— আঃ আমাকে শেষ করতে দাও, কলম কেড়ে
নিও না দোহাই অনু—
তোমার সমালোচনা পরে শুনবো, আমার শেষ কবিতাটা (?) শেষ
করতে দাও
যেভাবে তুমি নিজেই শেষ হয়েছো, সেভাবে এই—

জানো শক্তি, অনাময় মারা গেছে—এই বলে সুনীল বাসের মধ্যে দৌড়ে,
দুপুরে—কিংবা

কে ? মারা গেছে ? কোথায় ? ভর-দুপুরে ? তারাদের তো কুলুঙ্গি
ভর্তি করে থাকার কথা এখন— হাত আড়াল করে, তারা

ছিঃ শক্তি, অনাময়, অনাময় দত্ত গত পরশু (কোন হাসপাতালে ?) থেকে
আর নেই, তন্ময়ের ভাই—

তোমার শোক-সভায় আমি যাইনি, তোমাদের নতুন বাড়ি শ্যামবাজার
মোড় থেকে বাসে, হেঁটে— জানি না কোথায়

তাই আগে যেখানে থাকতে, আমাদের বাড়ির কাছে আর রেলব্রিজের
কাছে, যেখানে আজ শান্তি
বহুবার গেলাম— কালো খোলা নর্দমার পাশ দিয়ে স্কুলবয় হেঁটে যাচ্ছে
রাস্তার ওপাশে
তন্ময় আর আমি কাঠগুঁড়োর চা খাচ্ছি তক্তপোশে বসে···

তোমাদের সেই বাড়িটা সেখানেও ভেঙে গেছে, গত পরশু থেকে আর
নেই, তন্ময়ের ভাই, তন্ময়ের
ভাইয়ের বাড়ি
শুধু শাদা থান-মেঘে ঢাকা কালোপাথর, পাথরের জঠর—
—যিনি ছোটবেলায় আমাকে
'ঠাকুর' বলতেন, তাঁর কাছে কেবলি ক্ষমা চাইছি,—
—অনাময়ের শূন্যতার উপর
কবিতা লেখার ইচ্ছা
আমার ছিলো না॥

প্রতিবিধান

তোমারই পৃথিবী, যাকে প্রতিবিধানের কথা বলা যেতে পারে
যাকে বলা যেতে পারে গোধূলির আকাশের আধেকলীনার কাছে
খেলার শ্যামল
বল তুমি দাওনি আমাকে অথবা সমস্ত খেলা থেকে চুরি করেছো মাঠের
গোলপোস্ট সীমান্তরেখা।
তোমারই পৃথিবী, যাকে প্রতিবিধানের কথা বলা যেতে পারে
যাকে বলা যেতে পারে তুমি ব্যাগ দিয়েছিলে হরিণের মুখের চামড়া থেকে
ছিঁড়ে ব্যাগ হলুদলতার ফটোগ্রাফ পরিবেশ পুরীর ঝিনুক-ছাঁকা ফেনার
চোরাই মাল
সাতদিন বিশ্রামের সমুদ্রের অভিজ্ঞতাভার।

তোমারই পৃথিবী, যাকে প্রতিবিধানের কথা বলা যেতে পারে
বলা যেতে পারে যাকে, তাকে নয়, সে তো তুমি, তোমাকে আবার
কোনদন নির্জনতা জানালায় নির্জনতা নেমে গেলে পরে,
একান্তে মাঠের দিকে নিয়ে যাবো
কুকুরেরই মতো আত্মবিশ্বাসের গ্লানি শ্রদ্ধাময়তায়।

তোমারই পৃথিবী, জানি। পৃথিবীতে তোমার বিরুদ্ধে কথা বলা যেতে পারে,
বলা যেতে পারে, কোথা প্রতিবিধানের আশ্বাসের চূড়ান্ত সক্ষম আর
সফলতা
কোথায়, কোথায় ? তোমাকে ভূতের মতো মনে হয়, জিহ্বায় জড়িত
নারী তুমি পুরুষের কামনার, চুম্বনের, ভিতরের প্রাণ কেন নও ?
নারী তুমি মূল্যবান কেন নও
পাখি কেন নও
উজ্জ্বল গোধূলি নও
এ-সবের প্রতিবিধান আছে।

প্রতিবিধানের কথা বলেছি—ষ্টেশনে বহুলোক ওরা প্রতিবিধান চায়
প্রতিবিধানের কথা বলেছি, বিপ্লব করা হবে। সকলে বিপ্লবই চায়
আপোষে রফার হলে এতোদিনে তোমারই পৃথিবী রফা করতেন কিছু
ইউনিয়ন চায় ওরা, পেশ করে যাচ্ঞা ও প্রার্থনা
ট্রেন বাড়িয়ে দাও, দাও বোনাস, বেকার-ভাতা, চাকরি ও মর্যাদা
তোমারই বিরুদ্ধে সব, মানুষেরা ভালো নেই বলে সবই তোমার
বিরুদ্ধে যেতে চায়—করো প্রতিবিধান
যখন একাকী আমি চেয়েছিলাম, সামান্য চাওয়াই আজ যুক্ত সংগঠিতভাবে
সব প্রতিবিধানের একত্রে তোমাকে চাই— চাই করো প্রতিবিধানগুলি ॥

বড়ো মানুষ কেবল তাকে

ঘর যেন তার না জ্বালে বর্বরে
সে পোড়া-মুখ দেখাতে পারছে না
থাকে আঁধার, আড়ালে আবডালে
ডাকাত হয়ে তবু তো কাড়ছে না
ঘর যেন তার না জ্বালে বর্বরে

বড়ো মানুষ কেবল তাকে হাঁকায়
ভালো সে থাকে জনপদের ফাঁকায়
মিলনে মিশে বিচ্ছেদে হরবোলা
বাউলগানে তবু তো কাড়ছে না
মনের মাঝে ভ্রমরে চোখ রাখায়

বড়ো মানুষ কেবল তাকে হাঁকায়···

অকূল সমুদ্র হতে বুকে জাগে

অকূল সমুদ্র হতে বুকে জাগে উপাসনাভরা মাতৃহীন একদল ভেড়ার
ক্রন্দন পশমের
ভিতরে জড়ানো জল মৌসুমের বিনাশের মতো।
অকূল সমুদ্র হতে অসাবধান জাহাজ, মাস্তুল
ভেসে আসে পূর্ণিমার চাঁদের প্রান্তের অপচ্ছায়া—

এবার সময় হলে ভালোবেসো, হৃদয়, তোমার
সমাজ জটলা ছাড়া নির্জনতা কোনোদিন প্রিয় কি ছিলো না ?

অবশেষে—
খোয়াই, নখর, রক্ত, পলাশ, ফাল্গুন— সব মিলে
তোমার আবক্ষ চিরে ছাখেনি কি সুড়ঙ্গের মুখ
শেফালি পড়িয়া ভরে গিয়েছিলো বৎসর বৎসর !
দেয়ালে পাথরে জল বারুদ ঘষেছে নির্নিমেষ
অর্গান ছাপায় জল, বিজলি জলের ভাঁজে ঠাসা,
টেবিলের 'পরে রাখা বারোটি জোনাক কারাগারে ;

চেতনার মুক্তি চাই, ভীতি চাই, পদস্খলন চাই—
অকূল সমুদ্র হতে বুকে জাগে উপাসনাভরা মাতৃহীন একদল ভেড়ার
ক্রন্দন পশমের
স্বাধীনতা নাই বলে, নাই তার ব্যর্থতা বিকার
ক্রন্দন সময় হলে, ভালোবেসো, হৃদয়, তোমার
আনন্দ ও গান ছাড়া বিষণ্ণতা কোনোদিন প্রিয় কি ছিলো না ?

ডালপালা কেটে

ডালপালা কেটে আমি রাখি এ-জীবন
মালির অত্যন্ত প্রয়োজন
মালির একান্ত প্রয়োজনে।

কাঁটাগাছে
কেবল জীবনই ভরে আছে
অন্য কিছু নয়
অন্য কিছু হলে পরে জীবনের হতো পরাজয়

শুধু থেকে থেকে
যে-উৎফুল্ল শাখা গেছে বেঁকে
তাকে করা সংযত শরীরে
অটল যেমন চাঁদ জেগে থাকে মেঘেদের ভিড়ে॥

এই ছায়া তার জন্ম থেকেই

এই ছায়া তার জন্ম থেকেই সঙ্গে আছে
এই ছায়া এই একটু ছায়া
রোদ-চড়্ চড়্ মগডালে ভয়
মূলেতে একটুকরো মায়া
সঙ্গে আছে

এই ছায়া তার জন্ম থেকেই, একলা গাছে
ফুল ফোটে না···
হয় ওরা সব নিকটবর্তী
কিন্তু এতে তার কী ক্ষতি ?

এই ছায়া তার জন্ম থেকেই সঙ্গে আছে ॥

প্রকৃতির কাছে ফেরো

প্রকৃতির কাছে ফেরো, মানুষ যেভাবে
ঘাস খায় রোজ, কিছু শস্তা বলে, স্বাস্থ্যকর বলে
তুমিও সেভাবে ফেরো ঘাসের গুচ্ছের
ভিতরে পা মেলে বসো, লোভে-তাপে সবুজ নরম
করো ঘাস, নুন খাও
অবশ্য পৃথিবী ভারি নোনা—
রক্তে অশ্রুজলে আর হাড়ে-চুনে যথেষ্ট আমিষ!

প্রকৃতির কাছে ফেরো, মানুষ যেভাবে
শূন্য ভালোবাসা থেকে কাছে ফেরে সম্পূর্ণ কলসে—
তৃষ্ণা থাকা ভালো, কিন্তু তাতে যদি সমুদ্র শুকায়
কিছুতেই ভালো নয়; কিংবা হিংস্র টুঁটি টিপে-ধরা
এসব, ঘটনা আজো পৃথিবীতে ঘটে আখছারই।
যে বলে বিরুদ্ধে তার, সে বিষণ্ণ বিশ্বাসঘাতক
শাস্তি তার মৃত্যু, মানে রক্তখাওয়া, তপ্ত মাংস খাওয়া·
অথচ, যা পুষ্টি ঘাসে, শান্তি ও সন্ন্যাস বিসর্জন
জানে তা সকলে, শুধু কাজ করে পেতে খাদ্যবিষ!

চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছ *

[* এই পর্যায়ের চতুর্দশপদীগুচ্ছ এবং দীর্ঘ কবিতা, প্রকৃতপক্ষে, আমি যখন পদ্য লেখা শুরু করি তারই কাছাকাছি সময়ের। এতোদিন পুরনো পোর্টম্যান্টোয় চাপা পড়েছিলো। রচনার দিক থেকে আজ অপকৃষ্ট হতেও পারে, তবু আমার ধারাবাহিক পদ্যরচনার এককোণে পড়ে-থাকা এই রচনাসমূহ নিজস্ব কারণে পুনরুদ্ধার করা হলো। মোটামুটি লেখার সময় ১৯৫৫-৫৮।]

১

একটি জাহাজ শুধু স্রোতে নয়, সতর্কতা থেকে
মাটির প্রান্তের দিকে একদিন সরে এসেছিলো
অথচ যন্ত্রের কোনো মন নেই, অভীপ্সাও নেই
আমরা মানুষ যেন সব জানি ; জানিনা ভি. মেলো
ভারতের ক্রিকেটের কতোবড় উদ্গাতা ছিলেন!
তাহলে জাহাজে কোনো যন্ত্র নেই, কুশলতা নেই
আছে মানুষের চিৎ-সাঁতারের মনোবাঞ্ছারাশি
বিশাল মানুষ নাকি হে জাহাজ? নীল অহিফেন
থেকে, পারহীন থেকে ক্রমাগত ভেসে আসা পায়ে ?
আমরা মানুষ হয়ে জাহাজে দূরেও যেতে চাই
কাপ্তেন ভজিয়ে খুব, কানে কানে বলে মিথ্যাকথা
এদেশে কী শান্তি পাবে ? শান্তিনিকেতন পরপারে
এবং তুমুল, শুদ্ধ জ্বালাতন নেই, প্রেম নেই ;
সকলে, মানুষ নয়, গণ্ডারের চামড়া ভালোবাসে।

২

সমুদ্রতলের প্রাণ, তোমারে কি দেয় নাই ডাক
প্রকৃত পিছন হতে অবরুদ্ধ করে নি তোমার
পিপাসাপ্রযত্ন ডানা লাগে নাই কোনও দিন জলে
হে নির্মম ভেসে গেছো, শুধু ক্লান্তিহীন অধিকার
তোমার লাগে না ভালো তাই বারংবার ঐ ডানা
ধূলায়, মাটির পানে অগ্রসরমান করে দাও
একদিন দৃঢ়তাই মানুষের ভালো লেগে যাবে
একদিন কিছু তার ডাক এসে ছোঁবে না কামনা।
সমুদ্রতলের প্রাণ, হে তোমার লালিত্যে আক্ষেপ
ছিলো না এমন, হায় মর্মশূন্য হয়েছি অধুনা
ললিতার আততায়ী পশ্চাদ্ধাবিত প্রতিদিন!
কে ভালোবাসে না বলো? কে ভালোবাসিত অভিক্ষেপ
পেরেছে ফেরাতে দূরে, অতিবিজড়িতভাবে নয়,
ছায়ারও পাংক্তেয়; তুমি দৃঢ়তারে তুচ্ছ মনে করো?

৩

আমার আত্মার ক্লান্তি দিতে পেরেছিলাম তোমায়
হে জাহাজ ক্লান্তিহীন, হে জাহাজ অনুধাবনীয়
প্রকৃত প্রসঙ্গহীন, হে জাহাজ তোমার মায়ায়
কাটাবো এ-মনঃ প্রাণ; তুমি এসে বিবরণ দিও
কতগুলি দ্বীপ ফেলে গেছো পাশে, কত মায়াবিনী
বঞ্চিত পাখির উড়োদলমাঝে স্ফুরিত ঢেউয়ের
আত্মনিবেদন, হায়, হে জাহাজ তোমারে ফাল্গুনী
আশা করে, ভয় হবে, হে জাহাজ স্ফুরিত ঢেউয়ের
আত্মনিবেদনহীন অভিব্যক্তি বিদায় জানায়
হে বন্ধু, প্রাণের প্রিয়, কোনোদিন দেখিনি জোয়ারে
অসংখ্য বরফকুঁচি ছুটে আসে নিষিদ্ধ থানায়
দূর করে মুহ্যমান অপদস্থ প্রবল গোঁয়ারে।
ক্লান্তি সঁপে দিতে পারি তোমাকেই, তোমার কামান
ডাকে মুহুর্মুহু প্রেত, অশ্রুপাতবদ্ধ করতলে।

৪

আমি যদি ধূলি থেকে আরেকবার জন্ম নিতে চাই
তুমি কি দেবে না বাধা ? মেনে নেবে ? যেমন বাগান
মেনে নেয় বৃষ্টিপাতবুকেলাগা সন্ধ্যামালতীর
অজস্র উদ্যম ; তুমি করো লক্ষ্য, লক্ষ্য পেতে চাই।
চাই না সংশ্রবহারা বাগানের স্তব্ধতা বিছানো
পথ, যার প্রান্তে উঁচু জান্‌লাহীন নীরব বাড়ির
একটি প্রকোষ্ঠ, চাই জাগা আর চেঁচিয়ে জাগানো
তোমার নিষ্ঠুর চিত্ত, করো পদক্ষেপে বাধাদান।
আমি যদি ধূলি থেকে আরেকবার জন্ম নিতে চাই
তুমি কি দেবে না বাধা ? এই গূঢ় ছলনা তোমারে
ছলিবে কি ? যার মানে মৃত্যু আর নষ্ট বর্তমান।
কতো সাধ হয় দেখি, ত্রস্ত বুকে, মানসে যন্ত্রণা
প্রগাঢ়, উত্তর দিচ্ছো, সর্বশেষ জন্মেও কে পারে
আমারে ভুলিতে, তুমি ভুলে যাবে, জন্মান্তর-কালে ?

৫

বিষণ্ণ সময় নোয়া, গলুই-এ শ্যাওলার চিহ্ন দেখ।
কতদিন জেগে আছো, কতদিন জীবন্ত আকাশ
মেঘের চলৎশক্তি ভুলিয়েছে একাকার জল ;
জলের উল্লাসে কারে দেখ তুমি ? কারে দেখ…হাঁস ?
হাঁস না প্রথম পায়রা ফিরে এলো অভিমানভরে…
জাগেনি সতর্ক মাটি ; কে এনেছে জলপাই-পল্লব
নবম প্রহর শেষে। উড়াও উড়াও নোয়া পাখি।
ফিরবে না কখনো যেন মাটি জাগে জলের ভিতরে।
আমার বিষণ্ণ ঢাকে স্তব্ধতাকে, অনায়াস শত
আজীবন জেগে আছি : শূন্যে ঝোলে অগ্নিপিণ্ড দীর্ঘ…
সমুদ্র গুল্মের কাঁটা বিক্ষত করেছে পদযুগ।
স্থলের দৃঢ়তা একী নৌকা দিয়ে করেছে সংহত !
অভিমান জড়ো হয় প্রতিদিন, নিহত আশ্বাস…
নোয়ার রোমাঞ্চ কোথা, কোথায় সে পায়রা পরান্মুখ ?

৬

অন্ধকার, একমাত্র অন্ধকার। মাঝে মাঝে
বিদ্যুল্লতায় কাটছে পাল, পাটা, মাস্তলের চোঙা;
মুচ্ড়ে স্তনের চেয়ে বড়ো স্তম্ভ, পাই না কিছুই,
নখ মেরে চিরে ফেলি, হাঁ-করা বীভৎস খালি ডোঙা।
ফেঁটায় মগজে ঝড়, শকটের ধ্বনি বাজে কানে,
উজ্জ্বল আয়নায় জুড়ে একাধিক নগ্নদেহ গানে,
শিস দিয়ে, নেচে কুঁদে, তেরাত্রি কাটায়; সে-বিনাশে
আমরা কেতন তুলে ভজে যাই; রজনী কি যুঁই
কিংবা ফুৎকার-লাগা ম্রিয়মান সমষ্টি দীপের?
অন্ধকার, একমাত্র অন্ধকার, মাঝে মাঝে।
কিছু নয় আর, যা জীবনে, যত্নে ঢের
আলোর প্রবেশ; কিংবা অশ্রুবদ্ধ করতলখানি।
শেষ, সব শুধুমাত্র, প্রক্ষিপ্ত ডোঙার কোনো দিক
নেই, মাঝের পাতাল থেকে মুহুর্মুহু চাঁদের হাতছানি।

৭

দিলে না তুমিও ভুলে একমুঠি লুণ্ঠিত বকুল—
অর্চনা যেমন দেয় প্রতিভাবিহীন কৈশোরকে,
দিলে না তুমিও; তুলে নিয়ে গেলে। বিদ্যুৎ-ঝলকে
ভাসিল তোমার মুখে ভুলে-যাওয়া আখ্যানমঞ্জরী।
যখন, প্রথম আমি, বকুললতার হিরণ্ময়
প্রত্যেক দরোজা দেখে দেখে মনে হত খুলে দিই।
আর না, অনেক হল সম্ভ্রান্ত দেমাকে কালক্ষয়;
ভাসিল তোমার মুখে ভুলে-যাওয়া আখ্যানমঞ্জরী।
সেদিন ছিল না আলো, গূঢ় মনস্তাপ লক্ষ্য করি—
আজও নেই। পৃথিবীর স্বাধিকার বকুলতলায়
কিছু চায় ফুল, যাতে ধুলোয় কৈশোর রবে মাখা।
অর্থাৎ প্রকৃতি হতে মালা জানে নিভৃত গলায়
যেতে, অধিকন্তু যায়; কেউ চায় ভিন্ন হয়ে থাকা
ফুল, গন্ধ-হারা ফুল, অন্তোতিত আখ্যানমঞ্জরী।

৮

একবার অন্তত অধঃপতনের স্পর্ধায়, গ্লানিতে
শুয়ে থাকতে দাও সারাদিন, যাতে আলো থেকে উঠে
সরাসরি যেতে পারি চূড়ান্ত নরকে। বিষে ফুটে
রয়েছে পাথর। খুঁড়ে গর্ত, দেখি কাঁথা ও কানিতে
জড়ানো রয়েছো তুমি; হাড় থেকে খসে গেছে খেদ,
কেবল গলার কাছে অপরূপ হত্যার অনল
আজো জ্বলছে, শান্তভাবে; পুনর্বার প্রয়াস নিষ্ফল
এ হত্যা হয়েছে আগে, মৃতদেহে পাপ বক্ষোভেদ।
একবার অন্তত অধঃপতনের স্পর্ধায়, গ্লানিতে
শুয়ে থাকতে দাও সারাদিন, যাতে আলো থেকে উঠে
সরাসরি যেতে পারি চূড়ান্ত নরকে। করপুটে
কোদাল, ফুলের লতা; শিকড়েও পায় না জানিতে—
আমি ভালোবাসতাম; সে ভালোবাসারই আচ্ছাদনে
তোমারে করেছি হত্যা, ভয়, পাছে জাগিছ গোপনে?

৯

আর কোনোদিন আমি তোমায় ডাকবো না এইভাবে
আজকের মতন আর কোনোদিন নৈরাশার ভারে
মুখ থুবড়ে পড়বো না; কোনদিন, কোনদিনও আর
তোমায় ডাকবো না আমি এইভাবে, হৃদয়েশ্বরী!
যে হৃদয় থেকে তুমি জেগেছিলে সে হৃদয়ে আর
যাবার উপায় নাই, সে হৃদয়ে কোলাহল নাই,
সকল বিছানা হতে কোমলতা নিয়েছে কুকুর—
কোনদিন ঘুম নাই, আশা নাই, ভবিষ্যৎ নাই।
এইভাবে কোনদিন তোমায় ডাকবো না আমি আর
যেমন ডেকেছি আগে বহুবার, বহু নৈরাশায়,
বাঁচাও, জীবনে অর্থ ভরে দাও, সম্ভাবনা দাও,
এবং তোমারে দাও বহুবার বহুবিধ করে।
যে হৃদয় থেকে তুমি জেগেছিলে সে হৃদয়ে আর
যাবার উপায় নাই, সে হৃদয়ে কোলাহল নাই!

১০

এখন আর একবার অসম্ভব ভালোবাসিবার
বাসনা হয়েছে। আহা ছেলেবেলা, আহা কাননের
ফুলদল মঞ্জরীর মাঝে তুমি তোমার ভ্রমর
ছেড়ে দাও সখী, ওকে দেখি, ও কি দেখে না আমায়?
বহুদিন স্বপ্নে মোর শুধুমাত্র মায়াকাননের
ছায়া পড়েছিলো, আমি প্রাচীর ভরিয়া উজ্জ্বলতা
তোমাদের যাবতীয় মুখচ্ছবি, মালার মতন
ভেসে আসে, হে চামেলি, বকুলের নিভৃত ম্লানতা।
এখন আর একবার অসম্ভব ভালোবাসিবার
বাসনা হয়েছে, আমি বহুদিন দেখিনি মানুষ,
ফুল ও প্রকৃতি হতে ছিলাম সতর্ক, অভিপ্রায়
তোমারে ভুলিতে হবে; ওদেরও যোগ্যতা কম নয়!
তোমার উপায় নাই, নচেৎ সকল অভ্যুত্থান—
মাঝে তুমি সাড়া দিতে, সাম্প্রতিক চামেলির মতো।

১১

ছাখোরে মরেছে লোকটা পা গলিয়ে মায়ার ফিকিরে,
পুরোনো চটির মত তছরূপী সংসারের মোট,
পেরেকের মত বেঁধে সোমত্ত বোনের বুক চিরে
উদাসী নিঃশ্বাস এবং মা আছেন সঙ্গে গাধাবোট—
অপোগণ্ড ছানা কটি। দেবদারু সারির মত দায়,
বারব্রত নিত্যকর্ম। ফুলে ফুলে ভ্রমরের রতি
ছিমছাম গল্পের মত। ও দেশে কী ঘুরে আসা যায়?
ঠিকে কাজ করতে আসে গোটকাঁখে ডুঙ্কুলা যুবতী।
আহারে আতুরে ময়না চিরদিন সুধার কাঙাল,
যে বনে ফিরিস ডেকে সেখানে বধির হোক্ পাখি।
চোখে থাক্ সেঁয়াকুল বেড়া-ঘেরা ঝরঝরে দেয়াল,
খিড়কি পুকুরের পাশে সজ্‌না গাছে ফুল ধরে নাকি?
মায়ায় ধরেছে যাকে শেষ হল তার রাজ্যপাট।
পলাশে বিরক্ত লোকটা পুড়ে পুড়ে চন্দনের কাঠ।

১২

কখনো জাগিনি আগে ভোরবেলা ঘাসের মতন
শিশিরে, চপেটাঘাতে কিংবা ঝাউবন-চূর্ণকরা
হাওয়ায় জাগিনি আগে ভোরবেলা জাগিনি, এমন
জাগিনি ; আমার চিত্ত চিরকাল ছিল জয়-করা
বিকালবেলার। আমি মাঝরাতে ঘুরেছি বাগানে।
একী স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায়—
জন্ম কি এমনই ভালো ?   সন্ধ্যা হতে দেয় না সেখানে ;

কখনো জাগিনি আগে ভোরবেলা, না জাগিলে আর
কেমনে পেতাম ঘাসে শিশিরের নৈঃশব্দ্যে করুণা ?
অবিরাম বুকে হেঁটে পার হওয়া জীবনে পাহাড়
বাঘেরও অসাধ্য। আমি বাঘ হতে বড় জন্তু কিনা !
একী স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায়
একী এ-একাকী জন্ম ভোরবেলা উজ্জ্বল জামায়।

১৩

সন্ধ্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় রৌদ্র হতে খসে পড়া
সাতটি রুপোলি মাছ ওই জলে ; ঝর্নায়, মিনারে
পিপুল গাছের ছায়া। মর্ম, পাছে মুক্তির কিনারে
না হয় অপেক্ষমান, এ-ক্ষিপ্র মুহূর্তমাঝে গড়া
সেজন্য ভ্রূকুটি এতো। শ্বেত, মানে ঘনান্ধকারার
স্বাধীন স্বগত দংষ্ট্রা। সন্ধ্যা সে কি নেয় না তোমাকে
শ্বেত ও আঁধারে মেশা উপদ্রব ; প্রতিরুদ্ধ পাকে
সাপের ফণার মতো স্পন্দমান জগতসংসার ?

সন্ধ্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় রৌদ্র হতে খসে পড়া
সাতটি রুপোলি মাছ ওই জলে। বুঝি, সরাসরি
জীবনের সাতদ্যুতি একদিন স্তম্ভিত ধারায়
মিশে যাবে। কোনোদিন দেহ দিলে শাস্ত গড়াগড়ি
সন্ধ্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় রৌদ্র হতে খসে পড়া
সাতটি রুপোলি মাছ ওই জলে, ঝর্নায়, মিনারে।

১৪

অপ্রকৃত জেব্রাগুলি ভাসি যায় হাঁসের মতন—
ঘুরে ঘুরে যায় তারই পদাহত রেখার অন্তরে।
মাথায় ক্ষেপায় ওরা বন্ধন-মুমুক্ষাসম বল,
ওয়াটারপোলো খেলা ঘটে যায় সাগরের জলে।
এখন, প্রতিটি পক্ষ ইচ্ছা করে পরাজয় পেতে
শেষে যেন জয় হবে, অলৌকিক স্পর্ধাগুলি হবে—
সমস্ত খেলার শেষে মোটামুটি সুবিচারই হয়,
আশা করা হয়ে থাকে কোনোদিন বিবাহও হবে!
দুষ্কৃতিকারীও জানে ভাগ্য তারে দেয় না পাহারা,
কর্মের ভিতরে আছে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার ভার;
তবে স্বপ্নে প্রকৃতই সুঠাম জেব্রার খেলা হয়—
হাঁসের মতন জেব্রা, ফেণপুঞ্জে লুকোচুরি করে,
অরণ্যে পৌঁছাবে বলে অতিগূঢ় ছলনা তাদের
বলে দেয় এরকমভাবে তুমি দাঁড়াও দুয়ারে।

১৫

দরজা ভাঙতে দেখা গেলো, হ্যারিকেনে যতো দেখা যায়—
বহু সময়ের এক সুন্দরীর দেহ ফ্যালে ছায়া
দেয়ালে। তবে কি ছায়া প্রাণময়ী তুলনামূলক?
আমাদের চোখগুলি তাপে ও তদন্তে শুষ্ক হলো।
তুমি কার? আদালত অধিবেশনের দিন শেষে
তুমি কি বিচারাতীত স্মৃতি কোনো ব্যক্তিগত প্রাণে?
বরং সবার, যারা তিনজন ভালোবেসেছিলো
আপন নারীকে নিয়ে তোমারই আশ্রয়ে খেলা করা
কয়েক বছর ধরে অতিবিজড়িত শালবনে
একাকিত্ব ছাড়া আর সবই আছে, দৃষ্টিহীনতাও।
দুর্দান্ত নগরে বসে প্রাকৃতিক— অতিপ্রাকৃতিক
বাধ্যতামূলক স্বপ্ন এসে যায়; তোমার মতন
নাশকতাহীন নারী কেমনে নিজেকে ধ্বংস করো—
যখন বিখ্যাত কোনো উন্মাদনা ছিলো না ভুবনে?

কথোপকথন

তুমি যেখানেই থাকো, জানি এই ব্যর্থ রচনার
শব্দের দ্যোতনা পাবে। তোমারই ইন্দ্রিয় অভিমুখী
সঞ্চার ভাষায় যেন ভালোবাসে, ফাল্গুনে, ধানুকী
ঘা দিতে, রাঙাতে নয়। জানি, মোর ব্যর্থ রচনার
ধ্বংসের আড়ালে জয় আকিঞ্চন; কবিরও অসুখী
চিত্ত চায় চিত্ত পেতে, ওষ্ঠে স্পর্শভিক্ষা দেয় উঁকি,
দেহের সংবন্ধ-জমি, বেগভরে করাল বাসুকী
করে ওতপ্রোত ধ্বংস। হয় এই ব্যর্থ রচনার
আবেদনহীনতাই তুমি চাও, আমার সংবৃতি
হোক্; নয়তো তুমি চাও নিবেদিত মুখ গুঁজে রাখা
আপন চৈতন্যে, বোধে, যেন তবে বস্তুত পিরীতি
ঢেকে যাবে নৈরাশায়; শেষ সম্ভাবনা জেগে থাকা
নেবে ব্যর্থ রচনার প্রভাহারা শীর্ণ উপহার।
হবে না, কমলা, দেখা এই উপলক্ষ্য কেন্দ্র করে?

যেন শুনে, না ভেবে কী হতে পারে ভবিষ্যে আমার
এসেছি, এবার বলো একে একে প্রতি-অভিযোগ
যাজ্ঞা, প্রীতি, স্বেচ্ছাচার, এতো শর বিরুদ্ধে বামার,
ধানুকী, রাঙাতে নয়, শুধু শুষ্ক মৃতদেহ ভোগে
কেনবা? প্রাণের চেয়ে প্রতিভার শুষ্কতা গভীর।
না বোঝো গুছিয়ে বলে কালক্ষেপ হয়েছে আগেও—
আজ না করলাম। রাগ? রাগ তুমি করেও ছবির
টুকরো, সহসা ছিঁড়ে ফেলে দাওনি বিষণ্ণ মাঘেও।
জানি, যেখানেই থাকো, 'ভালো নেই,' এ মর্মে লিখিত
বহু রচনাই আমি লক্ষ্য করিয়াছি, আজও করি।
মানি না যেহেতু এই গ্রন্থপংক্তি স্বেচ্ছানির্বাচিত—
অমূল, বিষণ্ণ ভাষা কোনোমতে, খেয়ানবিহীন।
দুঃখ হয় দুঃখ করি, তবু কই জানাতে আসি নে—

মায়াময় কবি, আমি দষ্ট, খোঁজো বদলে অপ্সরী।

প্রশ্ন যদি আমাকে এড়াতে
করে থাকো, সনির্বন্ধ চিঠি
কেন দিলে, কমলা ত্রিপাঠী ?
সারারাত গরু ও ভেড়াতে
সবুজের সারাৎসার নিয়ে
তর্ক হল। তা শুনে রাখাল
জুতে দিলো গরু-ভেড়া-হাল,
ছোলা খেত দিলো না চিনিয়ে।
প্রশ্ন যদি আমাকে এড়াতে
করে থাকো, সনির্বন্ধ চিঠি
কেন দিলে কমলা ত্রিপাঠী ?
তাও যদি সেদিনও ফেরাতে
ভেড়া ব'লে অথবা মেরেও
অভিশাপ হয়ত এড়াতে

মরি না লজ্জায়,
বেঁচে থাকি, আর
স্নিগ্ধ পারাবার
দেখি কি গর্জায়
এই যে দরজায়
ত্রস্ত কালো ঘোড়া
সর্বনাশ, জোড়া
দেহের ভর চায়।
আমি কি সুন্দর
বরং তুমি কালো
সর্বনাশ ভালো ;
শূন্য স্মৃতি ছেনে

লাভ কী বল তো
আজি এ-দুর্দিনে ?

ধ্বনিময় শব্দ সর্বস্বরে ;
গেছে বুক অশ্রুপাতে ভরে'
এ-খবর এখনো সঠিক।
তারপর দিয়েছে উড়ায়ে
ব্যর্থ, মানে অবাধ্য প্রকাশে
রচনায়, কিছুই না ভাসে
ক্ষতি মোর, কেউ না কুড়ায়ে
থাকে, আমি আবার উড়াবো।
কোনোদিক কোথাও কি নেই
কোনো প্রাণ কোথাও কি নেই
মুখ আমি আবার পুড়াবো।
ক্ষমা নেই, তোমার কথায়
ক্ষমা নেই, তোমার বাখানে।

এ-কথা জানাতে নেই, ছেনে চিরাচরিত দুঃস্থতা
তোমাকে বলতেই হবে সুখে আছো ; কেবল অন্তিম
জানবে তুমি তার, তুমি তারই ; তুমি কমলার হিম
বুকের উপরে নও, কারো নও। তুমি সেই কথা
আমায় পাঠাবে বলে মুহুর্মুহু অখিল বেদনে
চন্দনচ্ছটায় লেপে ম্লান কবিতারে পাঠায়েছো।
হৃদয় বিষণ্ণ করে ফেলা যায় ; সুখের নিধনে
নামে তৃষাময় চিত্তে হু-হু করে বিকল পবন।

এ-প্রেমের অহমিকা, প্রেম নয়। সর্বলোকে জানে
বাসে না মানুষ ভালো মানুষেরে ; অন্ত্যজ জন্তর
অসমান চিত্তপানে ধায় তার প্রীতি, স্বেচ্ছাচার।
আমিও মানুষ, আমি খুঁজে দেখি চরিত্রে দস্তর

প্রকৃতি প্রকাশ করে কোন্ জন ? কবিত্ব প্রমাণে
যে নয় উদ্‌গ্রীব ; আমি, আমি শুধু মাত্র লক্ষ্য বায় ।

এখন সকল কিছু পরিষ্কার করে
হয়তো বুঝেছি । আর কোনোদিন তবে
আমার স্মৃতির 'পরে পিপাসার্ত টবে
ফুল ফুটিও না। কিংবা বাজের আশায়
তুমিও থেকো না বসে । বহু আগে ঝরে
গিয়েছে স্বপ্নের প্রায় মর্মে আচ্ছন্নতা ।
এখন সকলকিছু পরিষ্কার ক'রে
নিশ্চিত বুঝেছি । তবু সংস্থিতি ভাসায়
তোমাতে আবদ্ধ দায় ! মুক্তি-পরিকর
চিত্তে কেউ কাছে দূরে, কেউ বা নিভৃতে—
সমান মূল্যের । মৃত্যু, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে
ওজনসাপেক্ষ ? আমি শান্তির নির্ভর
সমস্ত আটচালা কেটে, ফুটো করে উড়ে—
নেমেছি সহসা কাল. চরাচর জুড়ে ।

শত আস্ফালনে মেষ হয় না সম্বার, বনে রাজা
স্বভাবে, মহিমা দিয়ে । তুমি ঐ খ্রীষ্টের সমান
রক্তপাত পান করো, যদি পারো দিতে আত্মসাজা
ঝর্নায়, হাঁ-করে গ্লানি-আবর্জনা-ক্লেশময় দান
সর্বস্ব সন্তোষে খেতে ; তবে আমি যেখানেই থাকি
সমস্ত তোমার, তুমি পৃথিবীর কবি প্রিয়তম
তোমাকে সহাস্যে অশ্রু-ব্যর্থতায় একবারই ডাকি
তাই তো যথেষ্ট ; তুমি নাম-মাত্র আমার সংযম ;

এ-মনঃ ভিক্ষায় নয়, তোমারি ঔজ্জ্বল্যে ম্রিয়মাণ ।
তাই দূরে থাকি বসে ; আত্মবিলুপ্তির অপমান
নেয় কি সবাই ? আমি গত এক ঈর্ষাপরাহত

দিনের স্মৃতিতে রাণী। তুমি আজো আমায় আহত
করো কেন? ভালোবাসা, তোমাদের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি

চাই না কিছুই চাই না, এমন কি আমার বসন
খুলে নাও। অহংকার, খোলসের গোপনে, আড়ালে—
আমার হৃদয়ও করো ন্যাংটো যেন খোঁচায় চাঁড়ালে
সতাতো ভায়ের মতো, মেটে তার আশ যতক্ষণ।
চাই না কিছুই চাই না, এমন কি আমার চেতনা
খুঁড়ে নাও। রিরংসার আঁধারে-মাটিতে বুক, গলা
ডুবিয়ে চেঁচাই, মারো, ডুবাও হে সহস্র কমলা।
এ-কবি, আপদে, নষ্টে; নাশ করো ছন্দের ঝনন।।

শ্রীহারা দেয়াল ভরে লিখে যাবো মর্মঘাতলিপি
রাস্তায়, ব্রিজের ফ্ল্যাটে, ট্রেনে, ট্রামে, চিত্ত-অভিমুখী
তোমার; বিলোপ চাই, ধ্বংস হয়ে বুকে উইঢিপি
জমিয়ে স্মারক তুলতে; আত্মা-জ্যোতির্লেখাবেশে সুখী।
চাই না কিছুই চাই না, এমন কি, আমারও কবিতা
চাই না কিছুই, যাক্ তোমাকেই লক্ষ্য করে ছুটে।

সেই রাক্ষসী

উড়ে চলে, গোপন থাকে না
গুটিতে চন্দন মাখাবে না
ধূলি 'পরে থাকে নিশিদিনই
তাকে তুমি চেনো, আমি চিনি
জীবনে সে একবারই আসে
দাগ ধরে সাংকেতিক ঘাসে
পারম্পর্য রাখে ও রাখে না
উড়ে চলে, গোপন থাকে না ॥

না চাহিলে যারে পাওয়া যায় তাকে পেয়েও তো দেখি
বুক জুড়ে আজো পড়ে আছে তার কাঁটা ও কেতকী
আর কিছু নেই, যেন নিমেষেই স্বরভিমেদুর
মেঘ কেটে গেছে, সারাবেলা সেই সনাক্ত স্বর।
ঝাউবীথিময় দোল খায়, বলে—আমি তারই সখী
বুক জুড়ে আজো পড়ে আছে কেন কাঁটা ও কেতকী ?

সারবান গাছে পাতা কী মন্ত্রে নত
হয়ে আছে যেন আমি তাকে অন্তত
যথাযথ বুঝি, বাহুল্য তাকে মারে,
সাতসমুদ্রে নিরুপম দীঘি পারে
কেন অবেলায় আসা-যাওয়া সবই শেষ
সংরচনার পরে তো ভাষারই রেশ
একা থাকে তবু পুনরাবৃত্তি মাখা
হৃদয়ে তুমুল জ্বর, হাতে তালপাখা ॥

মনে নেই কিছু মনে নেই
আমি নিশিদিন নির্জনে নেই
সেই রাক্ষসী আছে কাছে তার
মিছে চিরকাল হাতে উপহার
আমি কিছুদিন নির্জনে নেই
সেই রাক্ষসী আছে চারিধার

জুড়ে ঘর বাড়ি আর পাছ-দ্বার
তাই মনে নেই কিছু মনে নেই ॥

এই তো সময়, মেঘে মেঘে হলো বেলা
ভাসে অন্তরে-ছিন্নপাতার ভেলা
দুই কূলে ছায়া ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে
বিদায় সাঁতার, প্রাণহানি, নীল খেলা
দুই কূলে ছায়া ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে ॥

সেই রাক্ষসী কালনাগিনীর
বিষ দুই তীর খাবে ভাবি নি—
কোথায় বেহুলা লখা তোর
মরে মান্দাসে ভেসে রাত ভোর
তোর মৌলবী বকধার্মিক
চায় ধান তবে আচ্‌কান নিক
আমি মন্দির করি চুরমার
বেঁধে পৈতের বেণী স্বর্মায় ॥

অন্ধকারে নৌকা ভেসে যায়   পৌরানিক ঘাট যায় দেখা
ছত্রাখান যমুনা পুলিনে   কেন চাঁদ অন্যমনে একা
মাধবীকঙ্কণে পড়েছিলাম   সুষমা বসত করে দুই
শুনে পদধ্বনি নৌকা ছাড়ে   হায় চাঁদ অন্যমনে শুই
সুদিন-দুর্দিনে মিশে থাকে   যেন মলিনতা দুই পারে
বস্ত্রখণ্ডে ভাসে শ্বেত সুতো   কেন ডাকে সে আজো আমারে।

উদ্ধার আমার চাই, বিষণ্ণ সজাগ বৃষ্টি থেকে
মস্তিষ্ক বাঁচানো চাই, সবুজে হৃদয় রাখি ঢেকে
উদ্ধার আমার চাই—বিষণ্ণ সজাগ বৃষ্টি থেকে
সাজানো বাগান নীল স্মৃতিভরে থৈ থৈ কাঞ্চন
তাকে চাই ধ্বংস করে রাজনীতি ওজু ও আচমন
সে তো দুদেশেরই-ব্রিজ সমূহ কালিন্দী থাকে ঢেকে
উদ্ধার আমার চাই বিষণ্ণ সজাগ বৃষ্টি থেকে ॥

এই দেশ জুড়ে ঐ দেশে
সেই রাক্ষসী ঘোরে রায়বেঁশে

যার খায় ছেড়ে যায় না সে
সেই রাক্ষসী থাকে তুই দেশেই—
কলজে ফাটানো রক্ত
সেই রাক্ষসী তারই ভক্ত
কেন তুই দেশ করে যুক্ত
মিছে তৃতীয়ায় অনুরক্ত ॥

আমি বুঝি না অবুঝ হাসিতেই
ডোবে মণ্ডপ খোল-কাঁসিতে
আজো তর্জমা আর বাঁশিতেই
এই প্রাণমন বুকে জর্জর
তোরা ঘর দোর ভেঙে বের কর্
নিয়ে চল্ দেবদোল চড়কে
এই প্রাণমন রসে জর্জর
তবু শাস্তিই ঘাঁটে মড়কে
শতছিন্ন কাঁথার মর্মর ।

আবার শ্রাবণে কালো-করা এলো চুল
ভাসায় আমার তুই কূলই ভাঙা কূল
বন-জনপদ যথার্থ মুন লেগে
রাক্ষসী বাজ-রেখা সে শ্রাবণ মেঘে—
টাওয়ার ! টাওয়ার ! উদ্ধত নীল চূড়ায়,
বনহংসের ভোজ নাকি খুদ-কুঁড়া
মাথার উপর উল্লাসে পাখি বলে :
সাঁতারু মানুষ সুখী হতো অম্বলে ॥

এখানে মানুষ নেই, শুধুমাত্র রাক্ষসীর কাছে
আমার জটিল দেহ জামা খুলে দীর্ঘ পড়ে আছে
সাবলীল সিঁড়ি যেন পাট-খোলা ঢেউ সমুদ্রের
দূর থেকে কাছে আসে, কাছে থেকে দূরে যাবে ফের
গোপনে, ভূতল ঘেঁষে, মাটি মেখে, এঁটো হয়ে তারই-
রাক্ষসী শুয়েছে যেন তীরভূমি-ছুঁয়ে-থাকা বাড়ি

আমি তবে বসে আছি? পুতুলের মতো দেবী রেখে
সকল শিশুর মুখে মগ্ন, নাকি চন্দনে গা মেখে।
এ-অসুখে জানালা বন্ধ, আলো-হাওয়া না লাগে রোগীর
দেখা চাই প্রাণপণ, পথ্য যেন সুস্বাদু না হয়
বরং পুরনো হবে ঘুণ-ধরা, দিতে পারো ক্ষীর
ক্রীড়ায় চঞ্চল, তাও কৃমিযুক্ত, বড়ো দুঃসময়—
এ-অসুখে পার নেই, সাঁতার, তাও তো ভীতিপ্রদ
রাক্ষসী সাগর নয় নীলাঞ্জন, মাক্ষিচুষ হ্রদ ॥

কে চায় তাকে জড়িয়ে রাখে চন্দ্রাহত
যেমন দুরাকাঙ্খা যতো শৈশবেরই
অপুষ্ট সেই পুতুল আজো ব্যথায় নত
সঙ্গকাতর ক্ষ্যাপার হাতে-হাতেই ফেরে
চায় না যেতে সম্মেলনে সভায় চতুর
ক্ষ্যাপা আমার বেহুঁশ শুধু রাত্রিবেলা
পুতুল তাকে জড়িয়ে রাখে, তবু ফতুর,
হয় না ক্ষ্যাপা, জেগেই বলে—বুঝলে খেলা ॥

বোঝা যায় রাক্ষসী এমনই
একাধারে দাত্রী বটে ধনী
বোঝা যায় রাক্ষসী এমনই
ছেড়েও ছাড়ে না, বেঁধে রাখে
রাক্ষসীও চতুর্দিকে থাকে
ছেড়েও ছাড়ে না, বেঁধে রাখে ॥

বাঁধন ছিঁড়তে পাগল কেবল জড়িয়ে পড়ে
এই শীতে ঈশানের ঝড়ে
রাত্রিদিনই
রাক্ষসী যে দাত্রী এবং স্বভাবধনী
ওলোট-পালোট বাস্তু এবং পতিত জমি
বনতুলসীর মঞ্চ, ও নয় বৃক্ষ শমী
ওলোট পালোট বাস্তু এবং পতিত জমি
সেখানে সর্বত্রে আছে
রাক্ষসী সুদূর টেনেছে বুকের কাছে ॥

হাতের কাছে নেই সমুদ্র, তাই বলে কি থামলে মানায়
এ-পথ তোমায় হাঁটতে হবে, সঙ্গে আছে সর্বজনীন
বিষণ্ণতায় ভরা পান্‌সি, শূন্য আছে তার সীমানায়
হাতের কাছে নেই সমুদ্র, হাট-খোলা সেই নীল বিপণি—
তাই বলে কি থামলে মানায়, তোমার যে সব লক্ষণীয়
দেয়াল জুড়ে অপেক্ষমান, চতুর্দিকের প্রকাশ-মাখা
ভূলুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলছো, অস্ত্র সে তো সংযোজনীই—
শ্বেতপাথরে আঘাত-করা, নিরস্ত্র থাক্ দেয়াল-ঢাকা।

অস্ত্রে যাকেই কাটো
তার চেয়ে নয় খাটো
বিপজ্জনক সখা
নির্জনের ঝরোকা
বরং তৈরি করো
সেই বুকে দুর্মর
খঞ্জন ও চন্দনা—
বর্জনও মন্দ না ॥

হায় রে পাতের অন্ন হাতের রক্তে ভাসে
সর্বনাশের
গুপ্ত গোপন দরজা ভেঙে বান-বাতাসে
পঙ্গপালের ভগ্ন পাখা
এই তো সময়, দাও ছেঁটে ঐ নীল প্রশাখা
রঙ্গলালের
এই তো সময়, ব্রিজ বাঁধো আর তৈরি করো
সড়ক, সমান্তরাল দড়
জঙ্গী মানুষ
ভোট-নবাব ওড়াচ্ছে দেশে মস্ত ফানুস
—সবাই রাজা
হায় অদৃষ্ট, রাক্ষসী গায়, বাজ্‌না বাজা ॥

স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন দেখে মরি
যৌবনে মালিনী তেল-ছড়ি
লুটায় গরদ মেঘপাশে—
আসে আসে দুরন্ত সে, আসে
স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন দেখে মরি
এখনো উড্ডীন কৃষ্ণা পরী
জ্যোৎস্নায় মূর্ছিত স্ব-বিদেশে
স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন দেখে মরি ॥